بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
37

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার ১৭ ই নভেম্বর, 2016 17 নবুয়্যত, 1395 হিজরী শামসী 16 সফর 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খোদার প্রেরিতগণের নিকট হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া এইরূপ বিষয় নহে যে, পাকড়াও হইবে না। এই পাপের ফরিয়াদী আমি নহি, বরং একজনই আছেন যাঁহার সাহায্যের জন্য আামি প্রেরিত হইয়াছি, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে আমার নাফরমান নহে, বরং তাঁহার নাফরমান যিনি আমার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

ডাঃ আব্দুল হাকিম খান নিজ পুস্তক আল মসীহুদ্দাজ্জাল প্রভৃতিতে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করিয়াছে, যেন আমি নিজ পুস্তকে লিখিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার নামও জানে না এবং সে এমন দেশে বাস করে যেখানে আমার দাওয়াত পৌঁছে নাই এতদসত্বেও আমার উপর ঈমান না আনিলে সে কাফের হইয়া যাইবে এবং তাহাকে দোযখে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। ইহা উক্ত ডাক্তারে সরাসরি মিথ্যারোপ। আমি কোন পুস্তকে বা কোন ইশতেহারে এইরূপ কথা লিখি নাই। তাহার উচিত আমার কোন পুস্তক পেশ করা যাহাতে ইহা লিখিত আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কেবল চালাকী করিয়া আমার উপর সে এই মিথ্যারোপ করিয়াছে। ইহাতো এইরূপ একটি সুস্পষ্ট বিষয় যাহা কোন বিবেক গ্রহণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার নাম সম্পর্কেও সম্পূর্ণরূপে অনবহিত সে কীভাবে শাস্তি পাইতে পারে? হ্যাঁ, আমি এই কথা বলি যে, যেহেতু আমি প্রতিশ্রুত মসীহ এবং খোদা সাধারণভাবে আমার জন্য আকাশ হইতে নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, সেহেতু আমার প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার ব্যাপারে যাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়াছে এবং আমার দাবী সম্পর্কে যে খবর পাইয়াছে সে শাস্তি যোগ্য হইবে। কেননা, খোদার প্রেরিতগণের নিকট হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া এইরূপ বিষয় নহে যে, পাকড়াও হইবে না। এই পাপের ফরিয়াদী আমি নহি, বরং একজনই আছেন যাঁহার সাহায্যের জন্য আামি প্রেরিত হইয়াছি, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে আমার নাফরমান নহে, বরং তাঁহার নাফরমান যিনি আমার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ইহাই। যে ব্যক্তির নিকট আঁ হযরত (সা.)-এর দাওয়াত পৌঁছিয়াছে এবং তাঁহার আবির্ভাব সম্পর্কে সে অবহিত হইয়াছে এবং খোদা তা'লার নিকট আঁ হযরত (সা.)-এর রেসালত সম্পর্কে তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে যদি কুফরীর মধ্যে মারা যায় তবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামের যোগ্য হয়।

'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি কেবল খোদা তা'লা জানেন। হ্যাঁ, ইহা বিবেকের দাবী যে, যেহেতু মানুষ বিভিন্ন যোগ্যতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে সেহেতু 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার বিষয়টিও একই পর্যায়ে হইবে না। অতএব যে সকল লোক তাহাদের জ্ঞানের যোগ্যতার দরুন খোদার দলিল ও নিদর্শনাবলী এবং ধর্মের সৌন্দর্যাবলীকে খুব সহজে বুঝিতে পারে ও সনাক্ত করিতে পারে তাহারা যদি খোদার রসুলকে অস্বীকার করে তবে তাহারা কুফরীরর সব চাইতে বড় স্তরে গিয়া পৌঁছিবে। যে সকল লোকের এই পর্যায়ের জ্ঞান-বুদ্ধি নাই, কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে তাহাদের জন্যও তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহারাও রসূলকে অস্বীকার করার দরুন শাস্তিযোগ্য হইবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অস্বীকারাকারীদের তুলনায় ইহারা কম শাস্তি পাইবে। যাহা হউক, কাহারো কুফরী করা এবং তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে অনুসন্ধান করা আমার কাজ নহে। ইহা তাঁহার কাজ, যিনি আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত)। আমি এতটুকু বলিতে পারি যে, খোদার দৃষ্টিতে যাহারা উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়াছে এবং খোদার দৃষ্টিতে যে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হইয়াছে সে শাস্তি যোগ্য হইবে। হ্যাঁ, যেহেতু শরীয়ত প্রকাশ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু আমি অস্বীকারাকারীকে মোমেন বলিতে পারি না এবং না একথা বলিতে পারি যে, শাস্তি হইতে মুক্ত। অস্বীকারাকারীকেই কাফের বলা হয়। কেননা, 'কাফের' শব্দটি মোমেন (বিশ্বাসী) শব্দের বিপরীত। কাফের দুই প্রকারের।

(প্রথম) একটি কুফরী এই যে, এক বক্তি ইসলামকেই অস্বীকার করে এবং আঁ হযরত (সা.)-কে খোদার রসুল মানে না। (দ্বিতীয়) অন্যটি এই কুফরী যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সে প্রতিশ্রুত মসীহকে মানে না এবং 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়া সত্বেও সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানে, অথচ যাঁহাকে মানার জন্য ও সত্যবাদীরূপে গ্রহণের ব্যাপারে খোদা ও রসূল তাকিদ করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণের কেতাবেও তাকিদ পাওয়া যায়। অতএব যেহেতু সে খোদা ও রসুলের ফরমানের (আদেশের) অস্বীকারকারী, সে কাফের। গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় একই প্রকার কুফরীর অন্তর্ভূক্ত। কেননা, সনাক্ত করা সত্বেও যে-ব্যক্তি খোদা ও রসূলের আদেশ মানে না সে কুরআন শরীফ ও হাদীসের প্রকাশ্য বর্ণনাসমূহ অনুযায়ী খোদা ও রসূলকেও মানে না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যাহার উপর প্রথম প্রকারের কুফরী বা দ্বিতীয় প্রকারের কুফরীর ব্যাপারে 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়াছে সে কেয়ামতের দিন শাস্তি যোগ্য হইবে। খোদার দৃষ্টিতে যাহার উপর হুজ্জত পূর্ণ হয় নাই এবং সে যদি অস্বীকারকারী হয় তবে যদিও শরীয়ত (যাহা প্রকাশ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত) তাহার নামও কাফেরই রাখিয়াছে এবং আমিও তাহাকে শরীয়ত অনুযায়ী কাফের নামেই আখ্যায়িত করি, তথাপি সে খোদার দৃষ্টিতে "লা ইউকাল্লেফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসয়াহা" [(সূরা আল বাকারা : ২৮৭) (অর্থ - আল্লাহ্‌ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টকর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না–অনুবাদক)] আয়াত অনুযায়ী শাস্তির যোগ্য হইবে না। হ্যাঁ, তাহার ব্যাপারে নাজাতের আদেশ দেওয়ার অধিকার আমার নাই। তাহার ব্যাপার খোদার হাতে। ইহাতে আমার অধিকার নাই। আমি এখনই বর্ণনা করিয়াছি যে, যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি, উত্তম শিক্ষা, আসমানী নিদর্শনাদি সত্বেও এখনো কাহার কাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই তাহা একমাত্র খোদাতা'লাই অবগত আছেন। দাবীর সহিত আমার এই কথা বলা উচিত হইবে না যে, অমুক ব্যক্তির উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই।

এরপর সাতের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০০৮ সালের ২২ শে অক্টোবর বৃটিশ পার্লামেন্টে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের পঞ্চম খলীফা
হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ (দ্বিতীয় কিস্তি)

যাহোক যারা চরমপন্থী নন, যারা ইসলামের পবিত্র নবীকে গভীরভাবে ভালবাসেন তারা এই ধরনের আক্রমণে গভীরভাবে মর্মাহত হন, আর এ ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সামনের সারিতে অবস্থান করে। আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পবিত্র নবী (সা.)-এর অনুপম চরিত্র ও ও ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর মহান শিক্ষাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। আমরা, যারা সকল নবীকে সম্মান করি ও তাঁদের সকলকে খোদা তা'লার প্রেরিত পুরুষ বলে বিশ্বাস করি, কখনও তাঁদের কারও প্রতি অপমানসূচক কথা উচ্চারণ করতে পারি না। কিন্তু, আমরা গভীরভাবে ব্যথিত হই যখন আমাদের মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও অসত্য অভিযোগ আরোপ করা হয়।

আজকাল বিশ্ব যখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছে, চরমপন্থী মতবাদ তীব্রতর হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন কল্পে সকল প্রকার ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে জরুরী হয়ে পড়েছে। এটা কেবল একে অপরের সকল প্রকার আবেগ-অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। যদি তা সঠিকভাবে সততা, সদুদ্দেশ্য নিয়ে না করা হয় তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে।

আমি কৃতজ্ঞ যে অর্থনৈতিকভাবে বলিষ্ঠ পশ্চিমা দেশগুলি উদারতার সাথে অনুন্নত দেশের মানুষকে তাদের দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছে, আর তাদের মধ্যে মুসলমানও রয়েছে। সত্যিকারের সুবিচারের দাবী হল এদের আবেগ-অনুভূতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা। একমাত্র এই পথেই জনগণের মনের শান্তি বজায় থাকবে। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে ব্যক্তি পর্যায়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত হলে সামাজিক পর্যায়েও মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

আমি পূর্বে যেমনটা বলেছি, আমি বৃটিশ আইন প্রণেতা ও রাজনীতিবিদদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা ন্যায়ের দাবি পুরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি। বস্তুতঃ এটাই ইসলামের শিক্ষা যা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আমাদের দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে যে,

"ধর্মে কোনরূপ বলপ্রয়োগ নেই" (সূরা:২, আয়াত-২৫৭)

এই আদেশ কেবর এ আপত্তিরই খণ্ডন করে না যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছিল, পরন্তু, মুসলমানদের একথাও বলে দেয় যে কারো ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা সেই ব্যক্তি এবং তার খোদার মধ্যকার একটি বিষয়, আর এ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকের জন্য অনুমতি আছে তার নিজ ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করার এবং নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার। তবে, যদি ধর্মের নামে এমন কোন রীতি পালন করা হয় যা অপরের ক্ষতি করে আর দেশের আইনের বিরুদ্ধে যায়, তবে , তখন রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারীগণ ব্যবস্থ নিতে পারেন, কেননা, যদি কোন ধর্মে কোন নিষ্ঠুর রীতি-রেওয়া প্রচলিত থাকে তবে তা খোদা তা'লার কোন নবীর শিক্ষা হতে পারে না।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাই মৌলিক সূত্র। উপরন্তু, ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যদি তোমার ধর্ম পরিবর্তনের কারণে কোন সমাজ, বা কোন গোত্র, বা সরকার তোমার ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে, আর এর পরবর্তীতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে তোমার অনুকূলে চলে আসে, তাহলে সর্বদা স্মরণ রাখবে যে তাদের প্রতিও তুমি কোন প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষ রাখবে না। তুমি প্রতিশোধ নেওয়া চিন্তাও করবে না, বরং ন্যায় বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করবে। পবিত্র কুরআন বলে,

" হে যাহারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা সুবিচার করো, ইহা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত।"(সূরা :৫, আয়াত-৯)

সমাজে শান্তির জন্য এটাই শিক্ষা। কখনও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করবে না-নিজের শত্রুর ক্ষেত্রেও না। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ শিক্ষার অনুসরণ করা হয়েছে আর ন্যায় বিচারের সকল দাবী পুরণ করা হয়েছে। আমি (আজ) অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারব না, কিন্তু, ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, মক্কা বিজয়ের পর মহানবী তাদের উপর কোন রকম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যারা তাঁর উপর নিদারুণ নির্যাতন করেছিল, হুজুর (সা.) তাদের ক্ষমা করেছিলেন এবং তাদের স্ব স্ব ধর্ম বিশ্বাস বজায় রাখার ও পালনের থাকার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। আজ, শান্তি কেবল তখনই স্থাপিত হতে পারে যখন শত্রুদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ন্যায়ের সকল দাবি পুরণ করা হবে, কেবল ধর্মীয় চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয় বরং অন্য সকল ক্ষেত্রেও। আর কেবল এরূপ শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

গত শতাব্দীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এর নেপথ্যে যে কারণই থাকুক না কেন, যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে দেখি, কেবল একটি কারণ সবার উপর উঠে আসে আর তা এই যে প্রথমবার যথাযথভাবে ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করা হয় নি। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, যেটাকে নির্বাপিত আগুন হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল, তা কেবল ধামা চাপা আগুন সাব্যস্ত হল যা মৃদু মৃদু জ্বলছিল, আর পরিণামে লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হল এবং দ্বিতীয় বার পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে ফেলল।

আজ, অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যুদ্ধসমূহ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের পথ রচনা করছে। সর্বোপরি বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী এ পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তোলার কারণ হবে।

পবিত্র কোরআনে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য কিছু সুবর্ণ নীতি ঘোষিত হয়েছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে লোভ শত্রুতার জন্ম দেয়। এটা কখনও নিজে ভৌগলিক সীমারেখার সম্প্রসারণে প্রকাশ পায়, আর কখনও বা প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ করায়ত্ত করার মধ্য দিয়ে, আর কখনও কেবলমাত্র অন্যের উপর নিজ আধিপত্যের নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এর ফলস্বরূপ নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে- তা নির্দয় স্বৈরাশাসকদের হাতে হোক, যারা নিজ জনগণের অধিকার হরণ করে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে, বা কোন আগ্রাসী শক্তির হাতে যারা বাইরে থেকে দেশে প্রবেশ করে। কখনো, নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত মানুষের কান্নার রোল বহির্বিশ্বের কানেও গিয়ে পৌঁছে।

এতে যাই হোক না কেন, আমাদের মহানবী (সা.) এ সোনালী শিক্ষা দিয়েছেন যে, অত্যাচারিত ও অত্যাচারী উভয়কে সাহায্য কর।

একবার মহানবী (সাঃ) কে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসায় জানলেন যে, তারা অত্যাচারিত ব্যক্তিদের সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু, কিভাবে তারা কিভাবে অত্যাচারী ব্যক্তিকে সাহায্য করা যেতে পারে। হুজুর (সাঃ) বললেন যে, 'তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে, কেননা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন তাকে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য করবে। সুতরাং, তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম পরিসর (ব্যক্তি সত্ত্বা)-কে ছাড়িয়ে এ নীতি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রযোজ্য।এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন বলে:

" এবং যদি মো'মেনদের দুই দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তা হলে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাদের উভয়ের মধ্যে হতে এক দল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি সে ফিরে আসে, তা হলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা :৪৯, আয়াত-১০)

যদিও এই শিক্ষা মুসলমানদের সম্পর্কে, তবে এই নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি রচনা সম্ভব।

এরপর আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

এটি খোদা তা'লারই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে সীমিত সাধ্য, সামর্থ ও উপকরণ সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্র জলসা করার তৌফিক দান করে থাকেন। এই তিন দিনে বিশেষ করে প্রত্যেক দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির মাথা থেকে জাগতিকতার চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে হরিয়ে গেছে। এই সেবার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপনকারী সেই সমস্ত কর্মীরা সম্পূর্ণভাবে জলসা এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা নিয়েই চিন্তিত থাকে। এই কাজ বস্তুতপক্ষে এক প্রকার নীরব তবলীগের ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমস্ত বিভাগের কর্মীরা নিজ নিজ বিভাগে যে দায়িত্ব পালন করেছেন এর জন্য জামাতের সদস্যদের তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অনুরূপভাবে কর্মীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সেবার এই সুযোগ প্রদান করেছেন।

জলসা সালানা যেখানে আমাদের নিজেদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে, সেখানে অ-আহমদীদের জন্যও জামাতের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সম্পর্ক দৃঢ় করার কারণ হয়। এর ফলে ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে জগতবাসী অবহিত হয়।

তারা যে প্রশ্নই করুক না কেন তা চলমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত কথা হোক বা জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্ন, আমি সেটিকে কোন ভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করি যেন ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারে।

জামাত আহমদীয়া কানাডার জলসা সালানায় কর্তব্যরত কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী আহমদী ও অ-আহমদী সম্মানীয় অতিথিদের প্রতিক্রিয়া, পত্র-পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ও সোশাল মিডিয়ায় জলসা সালানা কানাডার ব্যাপক প্রচারের উল্লেখ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডার টরেন্টোতে বাইতুল ইসলাম মসজিদে **প্রদত্ত ১৪ ই অক্টোবর, ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা (১৪ ইখা ,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডার বার্ষিক জলসা গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। এর জন্য আমরা খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ঠ হবে না। এটি খোদা তা'লারই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে সীমিত সাধ্য, সামর্থ ও উপকরণ সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্র জলসা করার তৌফিক দান করে থাকেন, আর কেবলমাত্র খোদার কৃপা আর অনুগ্রহেই মোটের ওপর আমাদের জলসার ব্যবস্থপনাও ভালো হয়ে থাকে। সমস্ত বিভাগের ক্ষেত্রে পেশাদারী দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ আমাদের কাছে নেই যারা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা রয়েছে যারা খোদ্দাম,আতফাল, আনসার, লাজনা ও নাসেরাতের সদস্য হয়ে থাকেন। এদেরই মধ্য থেকেই কর্মকর্তাও নিযুক্ত হয় আর অধীনস্তও। অনেক সময় জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তা সত্বেও চিকিৎসক, প্রকৌশলী অথবা পিএইচডি সকলেই সেই কর্মকর্তার আনুগত্য করে। কেউ এ কথা বলে না যে, আমি উচ্চ-শিক্ষিত তাই আমার পদমর্যাদা বড়। অতএব এই হলো আনুগত্যের মান যা আহমদীয়া মুসলিম জামাতে আমরা লক্ষ্য করি। সকল অর্থে তারা সহযোগিতাও করে, আর কেবল সহযোগিতাই নয় বরং যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, তারা পূর্ণ আনুগত্য করে থাকে। আর আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বও তারা পালন করেন। এমন মনে হয় যেন এই তিন দিনে বিশেষ করে প্রত্যেক দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির মাথা থেকে জাগতিকতার চিন্তাধারা সম্পূর্ণভাবে হরিয়ে গেছে। এই সেবার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপনকারী সেই সমস্ত কর্মীরা সম্পূর্ণভাবে জলসা এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা নিয়েই চিন্তিত থাকে। অতএব এটি কোন মানবীয় কাজ নয় যা চিন্তাধারার প্রবাহকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, তা তাদের কর্মকে নিঃস্বার্থ এবং বিনয় দ্বারা সজ্জিত করে। এটি শতভাগ খোদা তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহ। যদি খোদার কৃপা বা অনুগ্রহ না হয় তাহলে যে প্রেরণা এবং চেতনা নিয়ে সকল শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলারা কাজ করে থাকেন সেটি কখনো সৃষ্টি হতো না। সম্পূর্ণভাবে খোদা তা'লাই এই সকল কর্মীর অন্তরাত্মায় এই চেতনার সঞ্চার করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য সকল কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে থেকে তোমার নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে এবং কাজ করতে হবে আর শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টি এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবাকে দৃষ্টিগোচর রাখতে হবে।

অতএব সর্বপ্রথম আমাদের খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত কেননা তিনি জামাতকে এমন সেবকবৃন্দ বা কর্মীবাহিনী দান করেছেন যারা উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। তাদেরকে টয়লেট পরিষ্কার করতে বলা হলে সেটিও করে, রান্না করার কথা বলা হলে রান্না করে, খাদ্য পরিবেশনের কথা বলা হলে খাদ্য পরিবেশনও করে। এছাড়া নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে, পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে ডিউটি দেয়, অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগেও তারা দায়িত্ব পালন করে। আর আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি তারা সকলে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে। শিশুরাও গভীর আগ্রহের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। জলসা প্রাঙ্গনে তারা যখন নীরবে এবং গভীর আন্তরিকতার সাথে অতিথিদের পানি পান করায় তখন অ-আহমদী অতিথিরা প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারে না, তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, শিশুদের মধ্যে সেবার এই প্রেরণা তোমরা কিভাবে সঞ্চার কর। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় দল মাদ্রাসায় শিশু এবং যুবকদের যেখানে জিহাদের নামে বিভিন্ন বর্বরতামূলক কাজ আর অন্যায় ও অবিচারের শিক্ষা দিচ্ছে এবং নৃশংসভাবে মানব জীবনকে ধ্বংস করার ও প্রাণ হরণের শিক্ষা দিচ্ছে সেখানে জামাতে আহমদীয়ার শিশু এবং যুবকরা প্রাণপ্রদ কাজ করছে। যখন ঐশী পানি পান এবং আধ্যাত্মিক খাবারের অধিবেশন বসে তখন একই সাথে শিশুরা এবং স্বল্প বয়সের ছেলে ও মেয়েরা জাগতিক পানি পান করানো এবং খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বও পালন করে থাকে। আর এভাবে তারা সেই সত্যিকার জিহাদের অংশ হয়ে যায় যা প্রাণ হরণের জন্য নয় বরং প্রাণ সঞ্চারের জন্য করা হয়।

অতএব অনেকেই নির্দ্বিধায় এর বহিঃপ্রকাশও করে যে, শিশুরা যখন আনন্দের সাথে এবং দায়িত্ব বোধের চেতনা নিয়ে পানি পান করায় তখন স্বতঃফূর্তভাবে তাদের প্রতি স্নেহ এবং ভালোবাসা প্রকাশ পায়। সুতরাং এসব কারণে যেখানে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত সেখানে জলসায় অংশগ্রহণকারী সবার, যারা এই জলসা প্রাঙ্গনে বসে জলসা শুনেছেন, এসব কর্মীদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যাদের অনেকেই এমন আছেন যারা জলসার সফল ব্যবস্থপনার জন্য জলসার অনেক পূর্ব থেকেই কাজ করতে থাকেন এবং জলসা শেষ হওয়ার পরও 'ওয়াইন্ড আপ' অর্থাৎ গুটানোর কাজের জন্যও সময় দেন। ব্যক্তিগত কাজের ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও তাদের কোন মাথাব্যাথা নেই আর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও তাদের কোন চিন্তা নেই। এমন অনেকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, জলসার ডিউটির জন্য ছুটি পায়নি বলে তারা চাকরিই ছেড়ে দিয়েছেন। এরা নিজেদের রাতের ঘুম এবং বিশ্রামকেও গুরুত্ব দেয় না। আন্তরিক আগ্রহ এবং গভীর ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে এরা কাজ করে যে, আমাদের সেবা করতে হবে আর জলসার ব্যবস্থাপনাকে যতটা সম্ভব উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। অতএব জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে আমি বলবো, আর তাদেরকে বলার পূর্বে আমি স্বয়ং সকল কর্মী, শিশু, অতিথি, ছেলে, মেয়ে, পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাসেবার প্রেরণা নিয়ে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন এবং সেবার এক গভীর চেতনা নিয়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ দায়িত্বও স্বানন্দে এবং দায়িত্ব বোধের চেতনা নিয়ে পালন করেছেন। জলসার এই দায়িত্ব পালন প্রকৃতপক্ষে একটি নীরব তবলীগ হয়ে থাকে। বাহ্যত এসব কর্মীরা নীরবে কাজ করতে থাকেন কিন্তু বাইরে থেকে যে অতিথিরা আসেন তাদের জন্য এটি তবলীগের ভূমিকা পালন করে এবং অনেকের হেদায়াতেরও কারণ হয়। অতএব আমেরিকা থেকে আগত এক অ-আহমদী বন্ধু যিনি একজন বাংলাদেশী এবং বাঙ্গালী আহমদীদের সাথে এখানে এসেছেন, তার নাম হলো শহীদুর রহমান, তিনি বলেন, সারা জীবন মোল্লাদের সাথে তার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে আর যে ইসলাম তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে সেই ইসলাম তাকে সুন্নী মসজিদ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। ধর্মীয় উগ্রতার প্রতি তার ছিল চরম ঘৃণা। তার স্ত্রী একজন পুণ্যবতী মহিলা। স্ত্রী তাকে বলেন যে, আপনি আহমদীয়া জামাতের জলসায় যোগদান করুন। প্রায় ৯১ জন বাঙ্গালী আমেরিকা থেকে এসেছিলেন। তাই আমি বাঙ্গালী বন্ধুদের সাথে এই জলসায় এসে জামাতে আহমদীয়ার সভ্য এবং সদস্যদের তরবীয়ত তথা সুশিক্ষা, ভালোবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি বলেন যে, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে এসেছি। জলসার শেষ দিন তিনি একটি পৃথক চেয়ারে বসে ছিলেন, আর ভিড়ের কারণে খাবারের জন্য যাওয়া পছন্দ করেননি। ইত্যোবসরে একজন খাদেম তার কাছে আসে এবং তাকে খাবার আর পানি পরিবেশন করে। এরপর সেই খাদেম তার খাবার শেষ করার অপেক্ষায় থাকে যেন খাবার শেষ করার পর সেই পাত্র নিয়ে গিয়ে বাইরে ফেলে দিতে পারে। এই ঘটনা তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যে, সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে বলেন, জলসা তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে, আর ইনশাআল্লাহ্ তিনি অচিরেই আহমদীয়াত গ্রহণ করবেন। অতএব এভাবে জলসার মাধ্যমে তবলীগও হয়ে থাকে, আর কেবল একজন খাদেমের উন্নত চরিত্র এবং সামান্য সেবা তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তিনি আহমদী কি অ-আহমদী, সেই খাদেম হয়তো এটিও জানতেন না। সে আন্তরিকতা নিয়ে সেবা করেছিল, কিন্তু এই সেবা বা খিদমত সেই অ-আহমদীর জীবনে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনে পর্যবসিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কতিপয় রাজনীতিবিদ আর এতদঞ্চলের বসবাসকারী মানুষ যারা মোটের ওপর জামাতের সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত এবং এর স্বীকারোক্তিও দেয়, তারাও প্রত্যেকবার জলসার ব্যবস্থাপনায় নুতন করে প্রভাবিত করে যে, এত বড় সংখ্যায় এবং শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ একসাথে বসে থাকে আর কর্মীরাও নীরবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

এখানকার 'ওয়ান'-এর একজন সাংসদ, ডেব শোল্ডে সাহেব বলেন, বরাবরের মত আজও আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। জলসায় ব্যাপক সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবী দেখা যায় যারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে জলসার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তিনি আরো বলেন, আমার ধারণা অনুসারে আজ এখানে ২৫ হাজারের অধিক মানুষ সমবেত হয়েছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এত সুশৃঙ্খলভাবে জলসা সম্পন্ন হওয়া এই স্বেচ্ছাসেবীদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। অতএব মানুষের ওপর এই স্বেচ্ছাসেবীদের গভীর প্রভাব পড়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তারা যেখানে নিঃস্বার্থভাবে অতিথিদের সেবা করে সেখানে নীরব মুবাল্লিগ হিসেবে তাদের দ্বারা আহমদীয়াতের বাণীর প্রচারও হয়ে থাকে। আর যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, জলসায় যোগদানকারী সকলেরই, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কর্মীদের খিদমতের এই চেতনাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন, আর এই খিদমত এবং সেবার সর্বোত্তম প্রতিদানও তাদেরকে দিন। সেই সাথে তাদের এই সেবা যেন শুধু বাহ্যিক সেবাসর্বস্ব না হয় বরং ঈমান এবং বিশ্বাসেও তাদেরকে যেন সমৃদ্ধ করে আর তাদের আমলও যেন ইসলামী শিক্ষা সম্মতভাবে সর্বোত্তম হয়। অনুরূপভাবে এমটিএ-র কর্মীবাহিনী রয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণকারী বা কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ যারা জলসায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের যেভাবে এদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত অনুরূপভাবে সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী আহমদীদেরও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে এমটিএ-র অনেক কর্মী রয়েছে যারা কানাডায় বসবাসকারী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছসেবী, কিছু কর্মচারী রয়েছে, এছাড়া কিছু লন্ডন থেকে এসেছিল। তারা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্তরিকতা এবং একাগ্রতা নিয়ে জলসার তিন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। আমি যেভাবে বলেছি, লন্ডন থেকেও টীম এসেছিল আর আমি যেখানেই যাই এমটিএ-র কেন্দ্রীয় টীমও সেখানে যায়। এবার আপলিঙ্কের জন্য এখানে ভাড়া করার পরিবর্তে তারা সাথে করে একটি ডিশও নিয়ে এসেছিল যার ফলে অনেক লাভ হয়েছে। এর জন্য সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা স্বাধীন ছিলাম কেননা ভাড়া নিলে সময় সীমাও নির্ধারিত করে দেওয়া হয় আর অতিরিক্ত সময় নিলে অতিরিক্ত পয়সাও দিতে হয়। এভাবেএই দৃষ্টিকোণ থেকে মোটের ওপর আমাদের ১০-১৫ হাজার ডলার সাশ্রয় হয়েছে।

সুতরাং সমস্ত বিভাগের কর্মীরা নিজ নিজ বিভাগে যে দায়িত্ব পালন করেছেন এর জন্য জামাতের সদস্যদের তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অনুরূপভাবে কর্মীদেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সেবার এই সুযোগ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে আমি তোমাদের যোগ্যতা ও সামর্থ আরো বৃদ্ধি করব, তাতে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করব এবং আমার অন্যান্য নেয়ামত ও পুরস্কারে তোমাদেরকে ভূষিত করব। আল্লাহ্ তা'লা যখন 'লাআযিদান্নাকুম' বলেন এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'লার দান তখন আর সীমাবদ্ধ থাকে না। আল্লাহ্তা'লা যখন দান করেন তখন অশেষ দানে ভূষিত করেন আর সকল অর্থে মানুষকে পুরস্কাররাজি দ্বারা ধন্য করেন। অতএব মু'মিনদের রীতি হলো সর্ব প্রকার সফলতা লাভের পর, সকল প্রশংসনীয় বিষয়ের জন্য খোদার দরবারে কৃতজ্ঞ হওয়া,আর যেখানেই দুর্বলতা দেখে সেখানে খোদার করুণা ভিক্ষা চওয়া এবং ইস্তেগফার করা।

বড় বড় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেই থাকে। কিন্তু দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করে সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাজের জন্য অতিথিদের প্রশংসার কারণে সকল কর্মীদের আপন-পর সকল অতিথির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। উদাহারণ স্বরূপ যেহেতু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা এসেছে তাই এই প্রসঙ্গে বলবো যে, জলসার প্রথম দিন আতিথেয়তা বিভাগ উপস্থিতির সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হয় নি। অথচ এক দিন পূর্বে আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমরা ২২ হাজার ব্যক্তির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে যাচ্ছি, আর রান্না করা হয়েছে ২০ হাজার মানুষের জন্য। এই কারণে এই বিভাগের নিজস্ব হিসাব অনুসারে প্রায় দুই হাজার মানুষ খাবার পায়নি। আর এর জন্য তারা ক্ষমাও চেয়েছে। কিন্তু অতিথিরাও জলসা শুনার উদ্দেশ্যে এসেছেন। সেদিনই অথবা পরের দিন খাবারে যদি কোন ঘাটতি থেকে যায় তাহলে অনেকে তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন, কোন অভিযোগ করেননি। বরং তাদের এই আচরণ অন্যদের সংশোধনের কারণ হয়েছেভ। এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন যে, একটি দীর্ঘ লাইনে আমরা খাবারের অপেক্ষায় ছিলাম, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রথমে বলা হচ্ছিল যে, খাবার আসছে। এরপর বলা হয় যে, খাবার শেষ হয়ে গেছে, আর খাবার নেই বা খাবার আসবে না। তিনি বলেন, এই কথা শুনে আমি ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাই। আমার খুবই রাগ হয়। ঠিক তখনই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্, খাবার শেষ হয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম, এ আপনি কি বলছেন! সেই ব্যক্তি বলেন যে, আমার কাছে শুকনো রুটির কিছু টুকরো আছে, আসুন আমরা এখন এগুলো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিই। যদি খাবার পেতাম তাহলে এই সুন্নত পালন করা আমাদের জন্য সম্ভব হতো না। চলুন আজকে আমরা এই সুন্নতও পালন করি। যিনি এই চিঠি লিখেছেন তিনি বলেন যে, তার এই মনোবৃত্তি দেখে আমার যে কেবল

রাগই দূর হয়েছে তাই নয়, বরং আমি লজ্জিত হই যে, আমি কেন রাগ করলাম। একইসাথে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে যাই যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে কত উন্নত চরিত্রের মানুষ দান করেছেন।

অতএব ব্যবস্থাপনারও অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যারা এত উন্নত ব্যবহার এবং আচরণ প্রদর্শনকারী। এবার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে একটি ভালো দিক সামনে এসেছে, আর তা হলো, নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা গোপন করার পরিবর্তে তার ওপর দৃষ্টি রেখে তারা তা প্রকাশও করেছে। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয় বরং এখন আপনাদের ব্যবস্থাপনার কাছে যে লাল ডায়েরি আছে, তাতে এই সবকিছু লিখুন, আর ভবিষ্যতে উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। একইসাথে আমি এটিও বলতে চাই যে, বাহ্যত মনে হচ্ছে এখানে এই জয়গায় ১৮/১৯ বা ২০ হাজার মানুষের আসন ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এর বেশি নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত এখন বড় হচ্ছে। তাই স্থানীয় ব্যবস্থাপনাকে বা এখানকার জামাতকে আরো বড় বা বৃহত্তর জায়গার কথা চিন্তা করা উচিত। অথবা অন্ততপক্ষে যদি আমাকে কখনো জলসায় ডাকতে হয় তাহলে এই জায়গা এখন আর যথেষ্ট নয়। তাই এ সম্পর্কে অবশ্যই চিন্তা করুন।

ব্যবস্থাপনা নিজেদের যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা প্রকাশ করেছেন তা আমি জানিয়ে দিচ্ছি। কোন কোন অভিযোগ আমার কাছে পূর্বেই এসে গিয়েছিল। সেগুলো নিশ্চয় সঠিক। এছাড়া কেউ যদি আরো কিছু জানে তাহলে মানুষ নিজেও ব্যবস্থাপনাকে লিখিতভাবে জানাতে পারে যেন উত্তম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

তারা প্রথম কথা যা লিখেছে তা হলো, আরবদের খাবারের মান সম্পর্কে অভিযোগ এসেছে যে, খাবারে মরিচ বেশি ছিল যা তাদের খ্যাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী ছিল না। অতএব তাদের এটি সংশোধন করা উচিত। খাবারের অপ্রতুলতার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া পুরুষদের হলঘরে খাবার এক ঘন্টা বিলম্বে পৌঁছেছে। প্রথম কথা হলো দূরত্ব বেশি, খাবার এখানে রান্না করা হয় আর এরপর ত্রিশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়া খাবারের ট্রাক ভুল বশতঃ পুরুষদের হলের পরিবর্তে মহিলাদের হলে চলে যায় যার ফলে পুরুষদের কষ্ট হয়। যাহোক পুরুষের কিছুটা কষ্ট হলেও কোন অসুবিধা নেই। মহিলা এবং শিশুদের ক্ষুধার্ত রাখা উচিত নয়। এই দিক থেকে ভালো হয়েছে যে, ভুল বশতঃ সেখানে পৌঁছে গেছে।

এছাড়া ব্যবস্থাপনা এটিও বলেছে যে, রন্ধনশালায় কর্মীদের ঘাটতি ছিল। এটি পূর্ণ করা জামাতের কাজ। জামাতের মাঝে কর্মী বাহিনীর কোন অভাব নেই। ব্যবস্থাপনাকে শুধু এটি দেখতে হবে যে, নিজের পছন্দের লোক নয় বরং সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ মানুষ নিতে হবে। অতএব এই মানসিকতায় পরিবর্তন আনুন। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ কর্মী জামাতে আহমদীয়ায় অনেক আছে। এরপর জলসা গাহ-এর ওয়াশ রুম বা টয়লেটের জন্য মানুষের দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়েছে, আর মানুষ এ সম্পর্কে অভিযোগও করেছে এবং ব্যবস্থাপনাও তা অনুভব করেছে। আমার কাছে যে অভিযোগ এসেছে তা হলো শুধু অপেক্ষাই করতে হয়নি বরং অনেক অসুস্থ্য মানুষকে এর কারণে অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর আমি বিশেষভাবে একদিন পূর্বে এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম যে, এর সঠিক ব্যবস্থা রয়েছে কিনা। আমাকে যা বলা হয়েছিল সেই অনুসারে আমার মনে হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থা ছিল না। যাহোক এখন ভবিষ্যতে যদি সেখানে স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তবে সাময়িক ব্যবস্থা নিতে হবে।

এছাড়া লঙ্গরখানায় অডিও-ভিডিওর ব্যবস্থা ছিল না, এটি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সমস্ত কর্মীরা জলসা শুনতে যেতে পারে না তাদের জলসা শুনানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত। এরপর তারা আরো জানিয়েছে যে, পুরুষদের হলের পিছনের দিকে শব্দ স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু আমার খুতবা বা বক্তৃতার সময় আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমার বক্তৃতার আওয়াজ স্পষ্ট ছিল। আমাকে যা বলা হয়েছে সেটা যদি ভুল হয় তাহলে যারা পিছনে বসেছিলেন তাদের উচিত আমাকে জানানো, কেননা আমি জানতাম প্রথমে শব্দের মান ভালো ছিল না এবং পরবর্তীতে আমাদের কোন কোন কর্মী সেটি সুরাহা করার চেষ্টা করেছে।

অনুরূপভাবে আরবদের জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তাদেরকে তা জানানো হয়নি। আমার সাথে কোন কোন আরবের সাক্ষাত হয়েছে। তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, প্রথম দিন আমরা খুতবা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। পরের দিন তারা জানতে পেরেছেন। অথচ ব্যবস্থাপনার এতটা তো অভিজ্ঞতা থাকা উচিত যে, অনুবাদের জন্য বারবার বিভিন্ন ভাষায়, যে সমস্ত ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে, তার ঘোষণা করা যে, অমুক জায়গা থেকে অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করুন। আর বোর্ডেও তা লেখা থাকা উচিত এবং প্রবেশদ্বারেও তা লিখে রাখা উচিত।

এখন অতিথি এবং পত্র পত্রিকার কিছু অভিব্যক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যা পুণরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলেন। ফলাফলের তুলনায় আমাদের প্রচেষ্টা অনেকটাই নগণ্য। প্রথমে আমি কতিপয় সিরিয়ান আরব আহমদী বন্ধুর অভিব্যক্তি উপস্থাপন করছি। তারা এই প্রথমবার এত বড় জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, আর স্বাধীনভাবে ইবাদত করার সুযোগ পেয়েছেন কেননা সেখানে বিধি-নিষেধ ছিল। যখন পরিস্থিতি ভালো ছিল তখনও ইবাদতের স্বাধীনতা ছিল না। আর অবস্থার অবনতির পর তো কয়েক বছর যাবৎ তারা পিষ্ট হচ্ছিলেন।

একজন আহমদী বন্ধু আহমদ দরবেশ সাহেব বলেন যে, এটি ছিল আমার প্রথম জলসা। জলসাগাহে প্রবেশের পর যখন খলীফায়ে ওয়াক্তের উপস্থিতি দেখলাম তখন আমার মনে হলো আমি যেন ইসলামে প্রবেশ করছি। তিনি বলেন, আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে আর সেই পরিবর্তন হলো, আমার নামায বিগলন ও আকুতি-মিনতিতে ভরে গিয়েছে। এটি সেই পরিবর্তন যা সব আহমদীর মাঝে জলসায় অংশগ্রহণের পর আসা উচিত, আর শুধু সাময়িকভাবে নয় বরং তা স্থায়ী হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি সিম্পসেন নামের একজন কানাডিয়ান অতিথিকে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। তিনি তার স্ত্রীর সাথে এসেছিলেন। এই ব্যক্তি পূর্বে খ্রিষ্টান ছিলেন, এখন নাস্তিক হয়ে গেছেন। জলসায় অংশগ্রহণের পর তিনি বলেন, আমি জীবনে কখনো ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত এমন নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সত্য কথা শুনিনি। এমন ইসলাম সম্পর্কে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। খোদা করুন এই আনন্দ যেন তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করার কারণ হোক।

অনুরূপভাবে এক সিরিয়ান আহমদী আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, জলসা সালানার তিন দিন এমন ছিল যা সারা জীবনে ভোলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জামাতের হাজার হাজার মানুষ এবার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনাসহ কানাডায় সমবেত হয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, জলসার ব্যবস্থাপনা, অভ্যর্থনা এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতুলতা, এমনকি বাচ্চাদের খেলাধূলাকে দৃষ্টিপটে রেখে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ইত্যাদি এক কথায় অসাধারণ ছিল। জলসার পরিবেশ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধে পরিপূর্ণ ছিল। হাজার হাজার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো, তাদের পরিবহন এবং খাবারের ব্যবস্থা করাই একটি অসাধারণ বিষয়। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন বক্তৃতা এবং সেগুলোর অনুবাদের বিভাগও অনেক ভালো ছিল। তিনি বলেন, আমি সাংবাদিকদের একটি দল এবং একটি মুসলমান পরিবারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তারা সকলেই জলসার উন্নত ব্যবস্থাপনা দেখে আভিভুত হয়েছেন। তারা আমার শেষ দিনের বক্তৃতাকে খুব বিশেষরূপে পছন্দ করেছেন। আর নিজেদের ইমামের প্রতি আহমদীদের ভালোবাসা অতিথিদের জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় ছিল।

অনুরূপভাবে আব্দুল কাদের সাহেব বলেন, আমি প্রথমবার দেখলাম, জলসার ব্যবস্থাপনা কত ব্যপক হয়ে থাকে, আর প্রতিটি কর্মী মৌমাছির মত কোন হৈচৈ ও সমস্যা সৃষ্টি না করে কাজ করতে থাকে। সবাই খেদমতের সুযোগ সন্ধান করছিল। বিশেষ করে যখন তারা বুঝতে পারত যে, আমি একজন আরব তখন তারা আমার সাথে অসাধারণ শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করত।

এরপর রীমমোস্তফা সাহেবা বর্ণনা করেন, এত বিশাল জনসমাগম সত্ত্বেও জলসা খুবই সুশৃঙ্খল ছিল। আমি সেই আধ্যাত্মিকতা সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছি যা মানুষের চেহারায় ফুটে উঠেছে। খোদা করুন এই আধ্যাত্মিকতা যেন সর্বদাই পরিলক্ষিত হতে থাকে। আমরা সেই সব লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা জলসার এই সফল ব্যবস্থাপনা, বক্তৃতার অনুবাদ এবং অন্যান্য কাজে অংশ নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের আধ্যাত্মিকতায় অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এরপর সালমা জুবিলী সাহেবা বলেন, জলসার শৃঙ্খলা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে বলা যেতে পারে, জামাত একটি দেহের মত ঐক্যবদ্ধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংগঠিত। আমরা পরিবহন বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাদেরকে জলসায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা করেছেন। জলসায় বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং বর্ণের মানুষ সম্মিলিত হয়ে একটি মাত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছিলেন আর তা হলো, ইসলাম এবং শান্তির বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো।

হোসাইন আবেদীন সাহেব বর্ণনা করেন, জলসা সালানায় অতিবাহিত মুহূর্তগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত ছিল। আমি টেলিভিশনে বিভিন্ন জলসা দেখতাম এবং দোয়া করতাম, হে আল্লাহ! আমিও যদি

কখনও খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে জলসায় যোগ দানের সুযোগ পেতাম! কিন্তু আমি জানতাম না, আমার এ দোয়া এত দ্রুত গৃহীত হবে এবং আমি যতটা চেয়েছি তার চেয়ে বেশি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দান করবেন। জলসা সালানায় আমি স্টেজের সামনে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় সেই কঠিন দিনগুলোর যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তের ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, যে কঠিন পরিস্থিতি আমি সিরিয়া এবং তুরস্কে অতিবাহিত করেছি। তখন আমার হৃদয় খোদার কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমি বলি, সেই যন্ত্রণাদায়ক দিন আর আজকের এই দিনটির মধ্যে কতই না পার্থক্য। আজ আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের সামনে বসে আছি। এটি খোদা তা'লার কৃপা বই কিছুই নয়।

একজন সিরিয়ান বন্ধুর নাম ফারায সাহেব। তিনি বলেন, প্রথমবার আমি জামাতের কোন জলসায় যোগদান করেছি। এত মানুষ দেখে আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। (হুযূর বলেন, হয়তো অনুবাদক ভীতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন নাকি সত্যিই তিনি এমনটি ছিলেন সেটি স্পষ্ট নয়। আমার ধারণা তিনি হয়তো ভালোবাসাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন।) আর এরা শুধু কানাডারই নন বরং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন। এছাড়া তারা কোন এক জাতির সাথেও সম্পর্কযুক্ত নন বরং বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। একইভাবে জলসায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা উপস্থিত লোকদের মেনে চলা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা সত্যিই ঈমান উদ্দীপক বিষয় ছিল। আমার জন্য সবচেয়ে আনন্দায়ক বিষয় ছিল, খলীফাতুল মসীহ্‌র উপস্থিতি এবং তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, যা থেকে তিন দিনই আমি কল্যাণমন্ডিত হয়েছি।

যাহোক এই ছিল কয়েকজন আহমদীর অভিব্যক্তি যারা নতুন এবং পুরাতন আহমদী এবং সিরিয়া থেকে পরিস্থিতির কারণে হিজরত করে এখানে এসেছেন। এখন কিছু অ-আহমদীর ইম্প্রেশানও আমি তুলে ধরছি। এগুলির মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি এবং তবলীগের পথ উন্মোচিত হয়।

জার্মান কাউনসুলেট আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, চার সপ্তাহ পূর্বে আমি এখানে এসেছি। তিনি জামাতের সাথে খুব একটা পরিচিত নন, বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত আমি ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে (তিনি আমার শেষ বক্তৃতাটি শুনেছিলেন) এমন পূর্ণাঙ্গীন বক্তৃতা শুনিনি। আমি দেখেছি, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী খুবই ইতিবাচক। তিনি আমার সম্পর্কে বলেন, প্রকৃত ইসলামকে আপনি তুলে ধরেছেন যা শান্তি, ন্যায়বিচার এবং ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। প্রতিটি শব্দে সত্য ফুটে উঠছিল। হায়! পৃথিবীর প্রচার মাধ্যম ইরাকের বাগদাদী এবং আইসিসের অপপ্রচার উপস্থাপনের জন্য যতটা সময় দেয় তা যদি এই শান্তির দূতকে দিত তাহলে পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো। (হুযূরের বক্তৃতা সম্পর্কে) তিনি বলেন, তার প্রতিটি বাক্য সত্যভিত্তিক ছিল আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাতে এক ব্যকুলতা ছিল। যতটা সম্ভব আমি এ বাণী প্রচার করব। এভাবে অ-আহমদীরাও আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের দূত হিসেবে কাজ করে।

একজন সাংসদ হলেন জুডি সাহেবা, স্থানীয় আহমদীরা তাকে চেনেন। তিনি বলেন, তোমাদের খলীফা পরিস্থিতি অনুসারে তোমাদের উপর একটি দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন আর তা হলো, 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এই বাণী পৃথিবীতে প্রচার করা। আর তার চেয়েও বড় দায়িত্ব হলো, মুসলিম ও অমুসলিমরা যেন ভালোবাসার ভিত্তিতে সম্পর্ক দৃঢ় করে এবং সবাই যেন ইনসাফ তথা ন্যায়-নীতি ও নিরপেক্ষতার সহিত কাজ করে। যদি এমনটি না হয় তবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। আর এটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সাধারণ জনতা এবং রাজনীতিবিদ, উভয় পক্ষকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, যার ফলে পৃথিবীতে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, আমাদের মুসলমান, অমুসলমান সবাইকে এ বাণী অন্যের কাছে পৌছাঁতে হবে যেন মানুষ বুঝতে পারে, উগ্রপন্থী দলগুলোর অপকর্মের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই উগ্রপন্থী মানুষগুলো নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে অন্যদের দুর্নাম করছে।

সেভেন ডে অনজালেস্ট চার্চের সাথে সম্পর্কযুক্ত একজন অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমার হৃদয় অত্যন্ত আনন্দিত কেননা খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় শান্তি এবং নিরপত্তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এখন মানুষের উচিত জামাতে আহমদীয়াকে চেনা এবং জামাতে আহমদীয়া যে কাজ করছে তা জানা। প্রচার মাধ্যমগুলো যাদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে তারা মুসলমান নয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তো অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ।

বেলীস থেকে সেখানকার একজন স্থানীয় মেয়র এসেছিলেন। তিনি যুক্তরাজ্যেও এসেছিলেন। তিনি বলেন, আপনার বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আপনি যেভাবে আলোকপাত করেছেন তা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, খলীফাতুল মসীহ্ শুধু আহমদীদেরই দিক-নির্দেশনা বা হেদায়াতের কারণ নন বরং তিনি সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন। খলীফাতুল মসীহ্ তাঁর বক্তৃতায় যে সব কথা বলেছেন তা আমি কখনো ভুলতে পারব না।

আরেকজন মেহমান হলেন এখানকার স্থানীয় মেয়র সাহেব। তিনি বলেন, জামাতকে তিনি এই বার্তা দিচ্ছেন যে, আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ মুহূর্ত যখন আমাদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করা উচিত এবং সবার সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা উচিত। এ বাণী আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। ধর্মীয় ভেদাভেদ উপেক্ষা করতে হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে গিয়ে খলীফার উপদেশ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের সবার উচিত আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করি।

ব্রামটন থেকে আগত এক মেহমান বলেন, আমার জন্য জলসায় শুধু একটি বার্তাই ছিল আর তা হলো, শান্তি প্রতিষ্ঠা কর। আরেকজন মেহমান যিনি আমার শেষ বক্তৃতা শুনেছেন। তিনি বলেন, এটি বিস্ময়কর একটি বক্তৃতা ছিল। আমার কাছে অনুভূতি প্রকাশের ভাষা নেই। একজন মহিলা সাংসদ ইয়াসমিন আতনাসী সাহেবা বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় খলীফার বার্তা আমার কছে খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে এ কথাটি যে, একজন মা একটি পরিবারের ভিত্তি হয়ে থাকেন এবং পুরো সমাজকে দৃঢ়তা দান করেন।

একজন ভদ্র মহিলা ম্যারি লেইন সাহেবা বলেন, এটি আমার নবম জলসা। তথাপি আমি আপনাদের খলীফার বক্তৃতা শোনার জন্য ব্যকুল ছিলাম এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আরো বলেন, আমি এখানে সবাইকে পরস্পরের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে দেখেছি আর সবাই এই জলসার গুরুত্বও অনুধাবন করছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও খুবই উন্নত ছিল, সাউন্ড সিস্টেমও ভালোভাবে কাজ করছিল এবং ভিডিও মনিটরও উন্নত মানের ছিল। অনুবাদের জন্য হেড সেটের ব্যবহার দেখে আমি আনন্দিত ছিলাম। কেননা এছাড়া আমাদের জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য সফল হতো না এবং জামাতে আহমদীয়ার ইমামের কথা আমার বোধগম্য হত না। তিনি বলেন, অতিথিদের সাথে আপনারা অনেক নম্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেন, যদিও আমরা এর যোগ্য নই। এ জন্য আমরা আপনাদের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। হাজার-হাজার আহমদীকে শান্তি এবং ভালোবাসার চেতনায় সমৃদ্ধ দেখে আমরা খুবই প্রভাবিত। এ দৃশ্য ইউরোপ এবং আরবে বিরাজমান অনৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জলসায় উপস্থিত লোকদের ঐকতান দেখে আমি সত্যি অভিভূত।

জলসা সালানায় যারাই আসেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপায় তারা ইতিবাচক প্রভাব নিয়েই ফিরে যান। বহির্বিশ্ব থেকেও কিছু মেহমান এসেছেন, দু'একজনের কথা এখানে উল্লেখ করেছি। তারা খুব ভালো প্রভাব নিয়ে ফিরে গেছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকার মানুষ আমাদের জলসায় যোগদানের জন্য এসে থাকেন। আর তারা যখন জলসার পরিবেশ দেখেন তখন তাদের মাঝে থাকা ইসলাম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর হয়ে যায়। এসব দেশে আমাদের জামাত যেহেতু সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই সেখানে অল্প কিছু আহমদী রয়েছে যারা মাত্র কয়েক বছর অর্থাৎ দু'তিন বছর পূর্বে বয়াত করছেন। নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, তাদের কিছু সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার জলসায় যোগদানের কারণে এবং প্রকৃত সত্য প্রত্যক্ষ করার ফলে সেখানে আমাদের কাজ করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। এ সব দেশের বেশির ভাগ মানুষ যুক্তরাজ্যের জলসায় আসে। এখানেও কিছু মানুষ এসেছিলেন। অতএব, এ দৃষ্টিকোন থেকেও জলসা তবলীগের পথ সুগম করে। মোটকথা জলসা সালানা যেখানে আমাদের নিজেদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে, সেখানে অ-আহমদীদের জন্যও জামাতের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সম্পর্ক দৃঢ় করার কারণ হয়। এর ফলে ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে জগতবাসী অবহিত হয়।

কিছুকাল থেকে মুসলিম দেশ সমূহের বিরাজমান পরিস্থিতি এবং এ কারণে পৃথিবীর যে চিত্র সামনে আসছে তা প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টিকেও জামাতে আহমদীয়ার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, এটি খোদা তা'লার ফযল যে, তিনি তাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেছেন। কেননা আগে তো আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও তারা আসতো না। তথাপি আমাদের যুবকদেরও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যারা প্রচার মাধ্যমের

সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা বৃহত্তর পরিসরে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। কানাডার মিডিয়া টীম, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী যুবক, তারা অত্যন্ত প্ররিশ্রমের সাথে প্রেস এবং প্রচার মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ দৃঢ় করেছে। আমার ধারণা ছিল না যে, কানাডাতেও আমাদের যুবকরা এতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এখানে এসে দেখার পর আমি জানতে পেরেছি, মাশাআল্লাহ্ আল্লাহ্, তা'লার কৃপায় যুবকরা কঠোর পরিশ্রম করছে। অধিকাংশ লোককে আমি এ ক্ষেত্রে কাজ করতে দেখেছি। অতএব, এটিও এক প্রকার তবলীগ যা প্রচার মাধ্যমের সুবাদে আমাদের যুবকরা করে চলেছে। তাদের মাঝে অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা রয়েছে। অনেক সনামধন্য পত্রিকা, টিভি ও রেডিও চ্যানেলের সাথে তারা যোগাযোগ করেছে। কোন কোন চ্যানেল বেশ ভালো সাড়া দিয়েছে। আবার কোন কোন চ্যানেলের কর্তৃপক্ষ একথা স্পষ্ট করেছেন যে, ধর্মের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই তাই তোমাদের জলসার সংবাদ আমরা প্রচার করতে পারব না বা তোমাদের খলীফা আসলেও তা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কাজেই আমরা কভারেজ দিতে পরব না। এ কথা শুনে কিছু যুবক কিছুটা উৎকণ্ঠাও বোধ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার দৃশ্য দেখিয়েছেন এবং তাদের ঈমানকে আরো মজবুত করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। যেমন একটি পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা অনীহা প্রকাশ করে। এক সিরিয়ানও উল্লেখ করেছেন, আমি তাদেরকে (সাংবাদিক) নিয়ে এসেছি। সম্ভবত এটিই সেই সাংবাদিক টীম যাদের সম্পর্কে সেই যুবক চাচ্ছিল যে, তারা যেন অবশ্যই জলসায় তাদের প্রতিনিধি পাঠায় যদ্বারা আহমদীয়াত ও ইসলামের সঠিক বাণী ও পয়গাম তাদের জাতির নিকট পৌঁছায়। যেমনটি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কাজ করে থাকেন, সম্ভবত এই চ্যানেলটি সিরিয়ান শরণার্থীদের ওপর কোন প্রামান্য চিত্র (ডকুমেন্টরী) প্রস্তুত করার চেষ্টা করছিল। তাই তারা যখন সিরিয়ান শরণার্থীদের সন্ধানে বের হয় তখন দৈবক্রমে বা বলা উচিত খোদা তা'লা ইচ্ছা বা অমোঘ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব সিরিয়ানদের সাথে তাদের যোগাযোগ হয় তারা আহমদী ছিলেন। তারা সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের জলসা হচ্ছে সেখানে আসুন, সব কিছু সেখানেই জানতে পারবেন আর সেখানেই কথা হবে। অতএব এভাবে সেই প্রচার মাধ্যমকেও আসতে হয়েছে যারা পূর্বে আসতে অস্বীকার করেছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে জামাতকে পরিচিতি দান করছেন। আর আজকাল পৃথিবীতে প্রচার মাধ্যমের যে ভূমিকা তাতে আহমদীয়া জামাত ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করছে। যে সব আহমদী এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবার চেতনা নিয়ে কাজ করে চলেছেন তাদেরকেও আমি বলব, তারা যেন আরো অধিক পরিশ্রম ও বিনয়ের সাথে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সর্বদা এই সত্যটি স্মরণ রাখবেন যে, খোদার ফযল সব সময় আমাদের সাথী হয়ে থাকে আর সর্বদা সেই ফযলেরই অন্বেষণ করা উচিত।

পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনসহ প্রচার মাধ্যমের কিছু মানুষ জলসার প্রথম দিন অর্থাৎ জুমুআর দিন এসেছিল। একটি ছোট সংবাদ সম্মেলনও হয়েছে, তারা আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে, এরও ভালো কভারেজ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। আমি তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দিয়েছি। তারা যে প্রশ্নই করুক না কেন তা চলমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত কথা হোক বা জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্ন, আমি সেটিকে কোন ভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করি যেন ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারে।

যাহোক, প্রচার মাধ্যম জলসার যে কভারেজ দিয়েছে তার সারাংশ হলো, কানাডার সবচেয়ে বড় তিনটি পত্রিকা 'টরেন্টো স্টার', 'দি গ্লোব এন্ড মেইল' এবং 'ন্যাশনাল পোষ্ট' ব্যাপক পরিসরে জামাতের সংবাদ প্রচার করেছে। জামাতের অনুমান অনুযায়ী ৩৯ লাখ মানুষের কাছে এই বাণী পৌঁছেছে। এই তিনটি প্রধান পত্রিকা ছাড়াও ২৫টি-এর অধিক অন্যান্য মুখ্য পত্রিকার মাধ্যমে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের কাছে এই বাণী পৌঁছেছে। উর্দূর ৮টি, পঞ্জাবীর ১০টি, স্পেনিশ, আরবি এবং বাংলা ভাষার ৩টি করে পত্রিকার মাধ্যমে ৩ লক্ষাধিক মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। কানাডার সবচেয়ে বড় রেডিও স্টেশন '৬৮০ নিউজ'-এর মাধ্যমে। ২৫ লক্ষ শ্রোতার কাছে জলসার সংবাদ পৌঁছেছে। সোশাল মিডিয়া যেমন- টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ফেইসবুক , পেরিস্কোপ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের মতে প্রায় ২০ লক্ষাধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। সি টিভি, গ্লোবাল টিভি, সিটি টিভি, রোজেস টিভি এবং সি. বি. সি. সহ ১৬ টির অধিক প্রধান টেলিভিশ চ্যানেল জলসার বক্তৃতা সম্পর্কে সংবাদ প্রচার করেছে। তাদের মতে যার মাধ্যমে ২৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছেছে। উর্দূ, পঞ্জাবী, বাংলা, ঘানীয়ান এবং অন্যান্য ভাষায় টেলিভিশনে জলসার সংবাদ ১ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছেছে। যাহোক, মোটের উপর টেলিভিশনের কল্যাণে ৬৬ লাখ মানুষ পর্যন্ত, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ২৮ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত, রেডিও-এর মাধ্যমে ৩৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এবং সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে ২.৮ মিলিয় বা ২৮ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছেছে। মোটের উপর তাদের ধারণা হল, ১৬ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এ বার্তা পৌঁছেছে। খুব নিখুঁতভাবেও যদি ধরা হয় তাহলে অন্তত পক্ষে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি মানুষ পর্যন্ত জলসা সম্পর্কে জামাতের পরিচিতি ও বার্তা পৌঁছেছে। আমি প্রচার মাধ্যমে যে সব খবর দেখেছি এবং শুনেছি, তারা খুবই সততার সাথে জামাত, জলসা ও আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করেছে।

অতএব, এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ যা তিনি করে চলেছেন। আর বিশ্বের দরবারে জামাত পরিচিত হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ যে দিকে আকর্ষণ করে তা হলো, এ সব দেখে কেবল আত্মসন্তুষ্ট হলেই চলবে না বরং আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেক সেই কথাকে অপছন্দ করা উচিত যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করেন আর প্রত্যেক সেই কাজ করা উচিত যা করার জন্য আল্লাহ্তা'লা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা যদি সেবার বা খেদমতের সুযোগ দিয়ে থাকেন সেটিকে খোদার কৃপা জ্ঞান করুন। সকল ওহ্দাদার বা পদাধিকারী এবং সেবকরা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করুন। আর জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল শ্রোতা আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখুন, জলসায় যা কিছু শুনেছি সেগুলোকে আমরা নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা বৈশিষ্ট্য করে নেওয়ার চেষ্টা করছি কিনা? এছাড়া এর প্রতি দৃষ্টি রাখুন যে, কিভাবে পুণ্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় এবং এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা অব্যহত রাখা যায়? আর এটি যেন সাময়িক কৃতজ্ঞতা না হয়ে খোদার প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হয়।

অতএব এ বিষয়টিকে সর্বদা সামনে রাখুন। আর এর কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কৃপাবারির মাত্রা বর্ধিত করেন এবং স্বীয় দানে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এই সমস্ত বিষয় মেনে চলার তৌফিক দিন, যারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্ তা'লাকে চিনে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে। (আমীন)

একের পাতার পর.....

আমি কাহারোর অভ্যন্তরের খবর জানি না। সবদিক হইতে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ও নিদর্শনাবলী দেখানোর মধ্যে খোদা তা'লার প্রত্যেক রসূলের এই ইচ্ছাই থাকে যে, তিনি স্বীয় 'হুজ্জত' লোকদের উপর পূর্ণ করেন এবং এই ব্যাপারে খোদাও তাঁহার সমর্থক থাকেন। এই জন্য যে ব্যক্তি দাবি করে যে, তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই তাহার অস্বীকারের দায়িত্ব তাহার নিজের উপর বর্তায় এবং ইহার প্রমাণের দায়িত্বভারও তাহার স্কন্ধেই বর্তায়। সে-ই এই ব্যাপারে জবাবদিহি করিবে যে, যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি, উত্তম শিক্ষা, আসামানী নিদর্শনাবল এবং সর্ব প্রকারের পথ-নির্দেশনা সত্বেও কেন তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই। এই বিতর্ক নেয়ায়েৎ অনর্থক ও অযথা যে, যাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই সে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্বেও অস্বীকারের অবস্থায় নাজাত পাইয়া যাইবে। বরং এইরূপ আলোচনার দ্বারা খোদা তা'লার অবমাননা করা হয়। কেননা, যে সর্বশক্তিমান খোদা স্বীয় রসূল প্রেরণ করিয়াছেন ইহা তাঁহার জন্য মর্যাদা হানিকর। তদুপরি ইহা তাঁহার ওয়াদা বিরোধী কাজ হইয়া যায়। কেননা, তিনি এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমি স্বীয় 'হুজ্জত' পূর্ণ করিব কিন্তু এতদ্সত্বেও তিনি ঐ সকল অস্বীকারকারীর উপর স্বীয় 'হুজ্জত' পূর্ণ করিতে পারিলেন না এবং তাহারা তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করা সত্বেও নাজাত পাইয়া গেল। আমি খোদার নিদর্শনাবলী দেখিতেছি, যাহা তিনি দীন-ইসলামের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমি যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় দলিল প্রমাণাদি দেখিতেছি। আমি ইসলামে হাজার হাজার সৌন্দয্য অবলোকন করিতেছি, যাহা অন্যান্য জাতির ধর্মে নাই। আমি খোদার পক্ষ হইতে উন্নতির দরজা কেবল ইসলামেই দেখিতেছি। আমি অন্যান্য ধর্মকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতেছি যে, তাহারা সৃষ্টির পূজায় নিমগ্ন আছে বা তাহারা খোদা তা'লাকে সর্বস্রষ্টা ও সর্ব বিষয়ের উৎস এবং সকল কল্যাণের একমাত্র উৎস বলিয়া মানে না। এমতাবস্থায় এই সকল লোকের উপর আমার আক্ষেপ হয়, যাহারা এই নিরর্থক কথা পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে যে, যে-সকল ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ না হওয়ার দরুন তাহারা নাজাত পাইয়া যাইবে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৮৪-১৮৮)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 17 th Nov, 2016 Issue No. 37

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর.....

শুরুতেই বলা হয়েছে, শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রথম শর্ত হল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর যদি ন্যায় বিচারের নীতি অবলম্বন সত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে একতাবদ্ধ হও এবং সমবেতভাবে ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা সীমা লঙ্ঘন করছে এবং লড়তে থাক যতক্ষণ না সেই সীমা লঙ্ঘনাকারীর পক্ষ শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। এক বার যখন তারা শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন ন্যায় বিচারের দাবী হল সেই অত্যাচারীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কিন্তু এর পাশপাশি তার অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা।

আজ বিশ্বের কোন কোন দেশে বিরজমান অস্থিরতার অবসান করতে হলে-আর দুর্ভাগ্রক্রমে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম দেশ অগ্রগণ্য-বিশেষ করে ভেটো প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী দেশগুলোর বিশ্লেষন করে নির্ণয় করা উচিত যে, সেখানে সঠিকভাবে ন্যায়-বিচার প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা। যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির প্রতিই সাহায্যের আবেদন করা হয়।

যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, আমরা সাক্ষ্য দিই যে ব্রিটিশ সরকারের ইতিহাস এই যে, তারা সর্বদা ন্যায়কে সমুন্নত রেখেছে আর এ কারণেই আমি এ বিষয়গুলির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

আরেকটি নীতি যা বিশ্বে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের শেখানো হয়েছে তা হল অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি না দেওয়া। পবিত্র কুরআন বলে,

" আর আমরা তাদের মধ্য হতে কতক লোককে পার্থিব সৌন্দর্য্যের যা কিছু উপকরণ উপভোগ করতে দিয়েছি তার প্রতি তুমি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না। (কারণ এসক তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে) যেন তামরা তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করি" (২০: ১৩২)

অপরের সম্পদের প্রতি যে কোন লোভ পৃথিবীতে অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ। ব্যক্তি পর্যায়ে, 'সর্বদা প্রতিবেশী বা বন্ধুর ন্যায় সম্পদশালী হওয়ার মনোবৃত্তি পোষণ করা'- যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, সীমাহীন লালসার জন্ম দিয়েছে এবং সামাজিক শান্তি ধ্বংস করেছে। জাতিগত দিক থেকে লোভ-লালসার প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং তা বিশ্ব-শান্তিকে ধ্বংসের পথে চালিত করেছে। এটা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এবং প্রত্যেক সংবেদনশীল ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, অপরের সম্পত্তির প্রতি মোহ ঈর্ষা ও লালসাকে বাড়িয়ে দেয় উদ্রেক করে এবং লোভের জন্ম দেয়। আর এটিই হল ধ্বংসের কারণ।

এই কারণেই আল্লাহতালা বলেন, প্রত্যেকেই নিজের সম্পদের উপর নজর রাখবে এবং তা থেকে সে লাভবান হবে। কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ করাই হল উক্ত অঞ্চলের অধিকার লাভের চেষ্টা করার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দেশসমূহের জোট গঠন এবং জোট শক্তি গড়ে তোলার মুখ্য উদ্দেশ্য হল কতিপয় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে করায়ত্ত করা। এই প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক লোক যারা পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছে তারা বিস্তারিতভাবে পুস্তকে লিখেছে কিভাবে কোন দেশ অপর দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য চেষ্টা করেছে।

(ক্রমশঃ.....)

" আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হইবেন যাঁহারা দ্বিতীয় বিকাশ হইবেন।"

(আল-ওসীয়ত)

২২, ২৩ ও ২৪ শে এপ্রিল ২০১৬ তারিখে জামাত আহমদীয়া ইটালিতে অনুষ্ঠিত জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বার্তা।

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی عَبْدِہِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْدِ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ھوالنّاصر

জামাতে আহমদীয়া ইতালির প্রিয় সদস্যগণ!

আসসালামো আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহ! জামাত আহমদীয়া ইতালি পুনরায় একবার জলসা সালানা আয়োজন করার তৌফিক লাভ করছে। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তা'লা যেন সার্বিকভাবে এই জলসাকে কল্যাণমন্ডিত করেন। এই জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে আল্লাহ তা'লা যেন তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহের উত্তারাধিকারী করেন এবং জলসা তেকে আধ্যাত্মিকরূপে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন: " যেন এই সকল দৃষ্টান্ত ও আদর্শ দেখে মানুষ খোদাকে স্মরণ করে এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার শ্রেষ্ঠতর মান প্রতিষ্ঠিত হয় (এবং এমন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি হয়) যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দিয়েছে।" (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন)

এই জলসা উপলক্ষ্যে আমার আমার বার্তা এটিই যে, খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করুন এবং তাকওয়া অবলম্বন করুন। নিজেদের আদর্শ দেখান এবং সৎ নমুনার মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের পক্ষে মানুষ মন জয় করুন। খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত হন। আমি গতকাল খুতবায় ইবাদতের গুরুত্ব এবং নামায প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। সেই দিক-নির্দেশনা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন যাতে আপনারা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হতে পারেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন। এটি আপনাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাদেরকে খিলাফতের ন্যায় নিয়ামত দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে আপনাদের সকলকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। অতএব এই ঐক্য বজায় রাখুন এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন অটুট রাখুন। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভুত হয়েছেন।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা কাউকে পরোয়া করেন না, কিন্তু পুণ্যবান ব্যক্তির উপর অবশ্যই তাঁর কৃপাদৃষ্টি থাকে। পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরী কর। পাশবিকতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিহার কর। সকল প্রকারের বিদ্রুপ ও হাসি-ঠাট্টা থেকে নিজেকে দূরে রাখ, কেননা হাসি-ঠাট্টা মানুষকে সত্য থেকে বহু দূরে ঠেলে দেয়। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। প্রত্যেকে যেন নিজের সুখ-সাচ্ছন্দের উপর নিজের ভাইয়ের সুখ-সাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ্ তা'লা সঙ্গে অকৃত্রিম মিত্রতা তৈরী কর এবং পুণরায় তাঁর আনুগত্যে ফিরে এস.....। প্রত্যেকে নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, উত্তেজনা ও শত্রুতার অবসান ঘটাও।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭-২৬৮)

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তৌফিক দিন, আমরা যেন এই সমস্ত উপদেশাবলী মেনে চলে খোদার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হই,তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতিশীল হই এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে তুলি। আমীন॥

ওয়াসসলাম, খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir